গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : আসাদুজ্জামান নূর, এমপি
মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

তারিখ ও সময় : ২৪ মার্চ ২০১৬, বিকাল- ৪.০০ টা

সভার স্থান : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালা ভবনের সেমিনার হল।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দের তালিকা সংযুক্তি- সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি সকলকে অবহিত করেন যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও জাতীয়ভাবে আগামী ২৫ বৈশাখ ১৪২৩ / ৮ মে ২০১৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ২৫ মে ২০১৬ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম'এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য সকলের মতামত আহ্বান করেন।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আক্‌তারী মমতাজ সভাকে অবহিত করেন যে বিগত বছরসমূহের আলোকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষে খসড়া কর্মসূচি প্রনয়ন করা হয়েছে। তিনি উপসচিব (অনুষ্ঠান) জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফারুকী'কে উক্ত খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। উপসচিব (অনুষ্ঠান) খসড়া কর্মসূচি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনার পর এ বছর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিমিত্ত নিম্নধৃত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	**অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় :** জাতীয়ভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে 'বিশ্ব শান্তি ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা', 'শান্তি সংস্কৃতি ও শুভবুদ্ধির কবি', মানব বিশ্ব ও মানবিক চিন্তার রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ', 'একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা' এ সকল প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। এ সকল বিষয় হতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'একুশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা'।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	**মূল অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় :** এবারের রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান ২৫ বৈশাখ ১৪২৩/৮ মে ২০১৬ তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে মূল অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করবেন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	**উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সভাপতি :** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি ও	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	অভিপ্রায় অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেবেন।	
৪.	**অনুষ্ঠানের স্মারক বক্তা মনোনয়ন:** বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক জনাব সনৎ কুমার সাহা' কে মূল অনুষ্ঠানের স্মারকবক্তা হিসেবে মনোনীত করা হয়। বিকল্প হিসেবে জনাব জনাব হায়াৎ মামুদ 'কে মনোনীত করা হয়।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন :** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩০ মিনিটের সাংস্কৃতিক পর্ব থাকবে। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের বাউলঅঙ্গের সংগীতের পরিবেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাংস্কৃতিক পর্ব আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পালন করবে। দেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ও রবীন্দ্র সংগীত শিল্পীর সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষে একটি উপকমিটি গঠন করা হবে। মূল অনুষ্ঠানস্থলের পাশে রবীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
৬.	**জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণ:** বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণ করা হবে। বাংলা একাডেমি স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলা একাডেমি
৭.	**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠান:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮.	**জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজন :** ঢাকাসহ বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের, শাহজাদপুর, নওগাঁর পতিসর এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্মসূচি প্রণয়ন করে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। জেলা প্রশাসকগণ জেলার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে পারেন। জেলাপ্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় রবীন্দ্রগবেষক ও সুধীমণ্ডলির সঙ্গে পরামর্শ করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি নির্বাচন করবেন। তবে এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক/ শিক্ষাবিদ/ সাহিত্যিক/ সংস্কৃতিসেবীদের নির্বাচনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানসমূহে স্মারকবক্তা হিসেবে দেশের বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক/শিক্ষাবিদ/ সাহিত্যিক-কে নির্বাচন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া/নওগাঁ/ খুলনা
৯.	**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজন :** সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানস্থলের পাশে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ৩ দিন ব্যাপী কবির চিত্রশিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এ অনুষ্ঠান আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী পালন করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.	**আলোচনা অনুষ্ঠান :** ০৯ মে ২০১৬ বাংলা একাডেমিতে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে	বাংলা একাডেমি
১১.	**টেলিভিশন বেতারে অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** জাতীয় পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠান ধারণপূর্বক সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং দেশের বিশিষ্ট কবিদের স্বকণ্ঠে আবৃত্তি/ গান সংগৃহীত থাকলে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানাবে।	তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতার
১২.	**অন্যান্য জেলাসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজন :** যে সকল জেলায় জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে না, সে সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও সুধিজনের সহযোগিতায় কমিটি গঠন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করবে। স্থানীয় কমিটিতে রবীন্দ্রগবেষক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গুণীজন অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ অনুষ্ঠানসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সকল জেলা শাখাকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
১৩.	**অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ :** জাতীয় পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠানমালার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪.	**অনুষ্ঠানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:** জাতীয় পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠানমালার অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১৫.	**দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ঢাকাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী আবশ্যিকভাবে উদ্‌যাপন করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬.	**বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশনা জারী করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

খ) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম'এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	**অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় :** এ বছর জাতীয়ভাবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য বিষয় হবে 'অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপটে নজরুলের বাণীর প্রাসঙ্গিকতা', 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা রোধে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা, 'ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা', 'মানবিক নজরুল' এ সকল প্রস্তাবনা পাওয়া যায়। এ সকল বিষয় হতে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা রোধে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা'।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	**মূল অনুষ্ঠানের স্থান ও সময় :** জাতীয় পর্যায়ে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ২৫ মে ২০১৬ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম জাতীয় কমিটির সভায় কবির ১১৭তম জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান চট্টগ্রামে আয়োজনের প্রস্তাব করেন। মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে মূল অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করবেন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
৩.	**উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও সভাপতি :** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী সময়সূচি চূড়ান্ত করা হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেবেন।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	**অনুষ্ঠানের স্মারক বক্তা মনোনয়ন :** বিশিষ্ট নজরুল গবেষক জনাব আবুল মোমেন মূল অনুষ্ঠানের স্মারকবক্তা হিসেবে মনোনীত করা হয়। বিকল্প হিসেবে ড. ভূইয়া ইকবাল 'কে মনোনীত করা হয়।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	**সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন :** উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৩০ মিনিটের সাংস্কৃতিক পর্ব থাকবে। সাংস্কৃতিক পর্ব আয়োজনের সার্বিক দায়িত্ব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইনস্টিটিউট যৌথভাবে পালন করবে। দেশের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও নজরুল সংগীত শিল্পীর সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে একটি উপকমিটি গঠন করা হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইন্সটিটিউট
৬.	**জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণ:** জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণ করা হবে। বাংলা একাডেমির সহায়তায় নজরুল ইনস্টিটিউট স্মরণিকা ও পোস্টার মুদ্রণের দায়িত্ব পালন করবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বাংলা একাডেমি
৭.	**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুষ্ঠান:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.	**জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নজরুল স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজন:** ঢাকাসহ জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশাল, কুমিল্লার দৌলতপুর এবং চট্টগ্রামে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম'এর ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে নজরুল মেলা, নজরুলবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। জেলা প্রশাসকগণ জেলার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে পারেন। জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় নজরুলগবেষক ও সুধীমণ্ডলির সঙ্গে পরামর্শ করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি নির্বাচন করবেন। তবে এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট নজরুল গবেষক/ শিক্ষাবিদ/ সাহিত্যিক/ সংস্কৃতিসেবীদের নির্বাচনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানসমূহে স্মারকবক্তা হিসেবে দেশের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক/শিক্ষাবিদ/ সাহিত্যিক-কে নির্বাচন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা
৯.	**বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইন্সটিটিউটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন :** ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ২৫ মে ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও নজরুল ইন্সটিটিউট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। এছাড়া নজরুল ইন্সটিটিউট কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এবং নজরুল ইন্সটিটিউট
১০.	**কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ :** ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ২৫ মে ২০১৬ সকাল ৬:৩০ টার মধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়'এর পক্ষে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে নজরুল ইন্সটিটিউট এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	নজরুল ইন্সটিটিউট
১১.	**টেলিভিশন বেতারে অনুষ্ঠান সম্প্রচার :** জাতীয় পর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারী বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য অনুষ্ঠান ধারণপূর্বক পরবর্তীতে সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি/ গান সংগৃহীত থাকলে তা প্রচারের ব্যবস্থা করবে। তথ্য মন্ত্রণালয় বেসরকারি বেতার ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহকেও এ বিষয়ে অনুরোধ জানাবে।	তথ্য মন্ত্রণালয় তথ্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ টেলিভিশন বাংলাদেশ বেতার
১২.	**অন্যান্য জেলাসমূহে অনুষ্ঠান আয়োজন :** যে সকল জেলায় জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে না সে সকল জেলার জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি ও সুধীজনের সহযোগিতায় কমিটি গঠন করে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপন করবে। স্থানীয় কমিটিতে নজরুল গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গুণীজন অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ অনুষ্ঠানসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এ বিষয়ে শিল্পকলা একাডেমীর সকল জেলা শাখাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.	**অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ :** জাতীয় পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সকল স্থানের অনুষ্ঠানমালার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৪.	**অনুষ্ঠানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ:** জাতীয় পর্যায়ের মূল অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান স্থানের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১৫.	**দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** ঢাকাসহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী আবশ্যিকভাবে উদ্‌যাপন করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৬.	**বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন :** বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৭.	**ছবি, পোস্টার ও বই প্রদর্শনী :** নজরুল ইন্সটিটিউট জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বর্তমান প্রজন্মের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে কবির ছবি, পোস্টার ও বই প্রদর্শনীর আয়োজন করবে এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বই প্রদর্শনী, পাঠ প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে।	নজরুল ইন্সটিটিউট এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

গ) **উপকমিটি গঠন :** রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হবে।

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৪/০৪/২০১৬
আসাদুজ্জামান নূর
মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক: ৪৩.০০.০০০০.১১১.২৩.১০৫.১৬.২৩৩

২১ চৈত্র ১৪২২
০৪ এপ্রিল ২০১৬

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি বিতরণ (জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৪। সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৭। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৮। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৯। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১০। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
১১। সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২। এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অ্যাপার্টমেন্ট ১ সি/৪, ন্যাম ভবন, বাড়ি ২০-২২, সড়ক-১৫, গুলশান-১, ঢাকা।
১৩। ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বাড়ী-১৩, সড়ক -১৩৮, এপার্টমেন্ট-৪০২, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
১৪। অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাড়ী -০৩, সড়ক -১১, সেক্টর -৪, উত্তরা, ঢাকা।
১৫। অধ্যাপক আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬। উপাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৭। জনাব আহমদ রফিক, অপরাজিতা, ৬ষ্ঠ তলা, ২০/সি, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা।
১৮। জনাব আবুল বারক আলভী, ৮৬/এইচ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আ/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা।
১৯। ড. সন্‌জীদা খাতুন, সভাপতি, ছায়ানট, ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবন, বাড়ী নং-৭২, সড়ক -১৫এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা।
২০। জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ, ১১/১-খ, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
২১। জনাব মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭, পুরানা পল্টন লাইন, পল্টন টাওয়ার (পুলপাড়), ৭ম তলা, ঢাকা-১২০০
২২। অতিরিক্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২৪। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
২৫। মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৬। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৭। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
২৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা।
৩০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
৩১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
৩২। নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ধানমন্ডি,ঢাকা
৩৩। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
৩৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৩৫। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩৬। পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩৭। জনাব রামেন্দু মজুমদার, সভাপতি, ইন্টন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট, মাতৃছায়া, ২০/২, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫।
৩৮। জনাব তপন মাহমুদ, বাড়ী নং- ৮১-৮৩, ফ্লাট - সি৩, ব্লক-বি, রোড - ৪, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা।
৩৯। জনাব এম আজিজুর রহমান, 'শান্তবন' ৩৫৮, দক্ষিণ পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
৪০। জনাব গোলাম কুদ্দুস, রোজ ভিউ প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা।
৪১। জনাব আখতারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ৫২৭/১৩, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা।
৪২। জনাব সালাউদ্দিন বাদল, সভাপতি, জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট, ০৭, উত্তর মৈয়ুণ্ডি, টিপু সুলতান রোড, ওয়ারী, ঢাকা।
৪৩। সভাপতি ,বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতি ও সদস্য, পরিচালনা বোর্ড বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
৪৪। জনাব হাবিবুল্লা সিরাজী, সভাপতি, জাতীয় কবিতা আবৃত্তি পরিষদ, ভবন-২, এপার্টমেন্ট-৫০৪, ১৬৯, গ্রীণ রোড, ঢাকা।
৪৫। মোঃ আহকাম উল্লাহ, প্রিয়প্রাঙ্গণ টাওয়ার, ফ্লাট-১০-২০, হাউজ-১৯, কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৪৬। জনাব নূহ-উল-আলম লেনিন, ফ্লাট-৪ই, বিক্রমপুর ভিলা,১৯, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।
৪৭। অধ্যাপক বেগম আখতার কামাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৮। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৯। জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ১৬৯, লরেন ভিস্তা, ফ্লাট-জি/৮, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৫০। ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৫১। ড, ফখরুল আলম, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫২। জনাব জামিল চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঈষিকা, অ্যাপার্টমেন্ট বি-৬, ভবন ১০এ, সড়ক ৪৮, গুলশান, ঢাকা।
৫৩। অধ্যক্ষ, সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৪। বেগম ফেরদৌসী রহমান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি-২৯, ব্লক সি, রোড-৬, মেলোডি গার্ডেন, ঢাকা-১২১৩।
৫৫। সৈয়দ হাসান ইমাম, ফ্লাট নম্বর-৭/এ, সাঈদা গার্ডেন, ৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
৫৬। জনাব সাদী মোহাম্মদ, সি-১২/১০, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৫৭। বেগম রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী, মিতালী এ্যাপার্টমেন্ট, ৫/বি, ২/৭, ব- ক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা।
৫৮। বেগম পাপিয়া সারোয়ার, রোড নং-১৫, হাউজ-২৪, লেক ভ্যালী, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৫৯। বেগম মিতা হক, রোড নং-৫, বাড়ী নং-২৯, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬০। জনাব সুধীন দাস, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি-১২/১, সেকশন-২, এভিনিউ-২, ব্লক-ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
৬১। জনাব খালিদ হোসেন, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ২০/১৪, তাজমহল রোড, ব্লক-সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬২। জনাব শাহীন সামাদ, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি-৫২, ফ্লাট-৫এ, রোড-২, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা।
৬৩। ড. লীনা তাপসী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ৩১/১৩, ব্লক-ডি, শেরশাহ সুরী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৬৪। জনাব মোবারক হোসেন খান, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ১৩০/১, ওয়াপদা রোড,পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।
৬৫। বেগম খিলখিল কাজী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি নং-৩৮, ব্লক-ই, সড়ক-১২, বনানী, ঢাকা।
৬৬। বেগম শিমুল ইউসুফ, ১১/খ, পল্টন, পল্টন লাইন, ঢাকা।
৬৭। জনাব মামুনুর রশীদ, বাড়ি-৯৭, সড়ক-৯/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা।
৬৮। জনাব হাসান আরিফ, ১০৮, লেক সার্কাস,কলাবাগান, ঢাকা।
৬৯। বেগম মিনু হক, রোড নং- ১১৮, হাউজ নং-১০, ফ্লাট নং- ৫০১, গুলশান, ঢাকা।
৭০। জনাব আবুল আহসান চৌধুরী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৭১। সভাপতি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, ৭, ওয়াইজঘাট, ঢাকা
৭২। পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা।
৭৩। রেজিষ্ট্রার, কপিরাইট অফিস, ঢাকা।
৭৪। পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
৭৫। পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা।
৭৬। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭৭। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ সিরাজগঞ্জ/ নওগাঁ/ কুষ্টিয়া/খুলনা/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম।
৭৮। পুলিশ সুপার, ঢাকা/ সিরাজগঞ্জ/ নওগাঁ/ কুষ্টিয়া/খুলনা/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম।
৭৯। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৮০। উপসচিব (প্রশাসন),সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৮১। উপসচিব (অনুষ্ঠান),সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮২। উপপ্রধান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮৩। সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮৪। সহকারী প্রোগ্রামার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৪.০৪.১১

মোঃ জিয়াউদ্দিন ভূঞা
সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
ফোন: ৯৫৪৬৩৬০